জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকট নিরসনে হোপ প্রকল্পের উদ্যোগ..

প্রেক্ষাপট ও ভূমিকা: যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভবদহ জলাবদ্ধতা প্রভাবাধীন এলাকা। বর্ষা ও অকালীন বর্ষণের ফলে উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বছরের একটি দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং নিরাপদ ও সুপেয় পানির সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়ে মানুষের খাদ্য উৎপাদন, নিরাপদ পানি প্রাপ্তি, শিক্ষা কার্যক্রম এবং জীবিকার ওপর। জলাবদ্ধতার সময় টিউবওয়েল ডুবে যাওয়া বা পানির গুণগত মান নষ্ট হওয়ার কারণে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। একইসাথে কৃষিজমিতে দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকায় ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, যা মানুষের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে হোপ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ের সিএসও সভা ও কমিউনিটি পরামর্শ প্রক্রিয়ায় জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকটকে একটি প্রধান জলবায়ু সংবেদনশীল মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও জলবায়ু ঝুঁকি: স্থানীয় জনগণ, সিএসও প্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের আলোকে কেশবপুর উপজেলায় দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকটের পেছনে কয়েকটি কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনাগত কারণ চিহ্নিত হয়। নদী ও খালের নাব্যতা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় বর্ষা ও অকালীন বর্ষার পানি যথাসময়ে নিষ্কাশন হতে পারে না, ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতা স্থায়ী হয়ে থাকে। একই সঙ্গে বহু খাল ভরাট হয়ে যাওয়া এবং অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনার কারণে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা জলাবদ্ধতার তীব্রতা ও স্থায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। পুরাতন ও অকার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে পড়েছে, ফলে জমে থাকা পানি দ্রুত অপসারণ সম্ভব হয় না। দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকার কারণে টিউবওয়েলের পানির গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সুপেয় পানির সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে। পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ নিরাপদ পানির সরকারি সুবিধা, বরাদ্দ ব্যবস্থা ও আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও সচেতনতার অভাবে এসব সেবার আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এই সমন্বিত কারণগুলো কেশবপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিকে আরও গভীর করেছে এবং জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকটকে একটি বহুমাত্রিক মানবিক ও অধিকারভিত্তিক চ্যালেঞ্জে রূপ দিয়েছে। এসব সমস্যা সম্মিলিতভাবে মানুষের নিরাপদ পানির অধিকার, খাদ্য উৎপাদনের অধিকার এবং জীবিকার অধিকারের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে।

সংলাপ ও যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ: হোপ প্রকল্পের সংলাপভিত্তিক কৌশলের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত সংলাপ ও যৌথ পদক্ষেপ সভার মাধ্যমে কেশবপুর উপজেলার জলাবদ্ধতা প্রবণ এলাকার স্থানীয় জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এই সংলাপ প্রক্রিয়ায় জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকটকে মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয় এবং এর পেছনে থাকা কাঠামোগত ও প্রশাসনিক কারণসমূহ যৌথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সিএসওদের মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার হয়। এই ধারাবাহিক সংলাপ ও যৌথ পদক্ষেপের ফলস্বরূপ কেশবপুর উপজেলায় জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকট নিরসনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এর মধ্যে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ৩৪টি ক্লাইমেট

রেজিলিয়েন্ট টিউবওয়েল স্থাপন উল্লেখযোগ্য, যা দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধ পরিস্থিতিতেও নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে ভরাট হয়ে থাকা খালসমূহ পুনঃখনন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যার ফলে পানি নিষ্কাশনের পথ আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার হয় এবং জলাবদ্ধতার তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। এছাড়া সংলাপ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত প্রয়োজনের আলোকে সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে জমে থাকা পানি অপসারণ এবং নিয়ন্ত্রিত পানি সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে জলাবদ্ধ এলাকায় পুনরায় ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা স্থানীয় কৃষিজীবীদের জীবিকা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এসব উদ্যোগ হোপ প্রকল্পের সরাসরি অর্থায়নের মাধ্যমে নয়, বরং সংলাপ, সমন্বয় ও যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিদ্যমান সরকারি কাঠামো, কর্মসূচি ও সম্পদ ব্যবহার করে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করার ফল হিসেবেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রভাব: এই হস্তক্ষেপগুলোর ফলে কেশবপুর উপজেলায় জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে জলাবদ্ধ পরিস্থিতিতেও নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানির অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। খাল খনন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পানি নিষ্কাশনের সক্ষমতা আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার স্থায়িত্ব হ্রাস পেতে শুরু করেছে। পাশাপাশি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে জমে থাকা পানি অপসারণ ও নিয়ন্ত্রিত পানি ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় জলাবদ্ধ এলাকায় পুনরায় ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, যা খাদ্য উৎপাদন ও কৃষিনির্ভর জীবিকা পুনরুদ্ধারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একইসাথে সংলাপ ও যৌথ পদক্ষেপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, সিএসও ও প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাবদ্ধতা ও পানির সংকটকে একটি মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট ইস্যু হিসেবে বিবেচনার প্রবণতা জোরদার হওয়ায় ভবিষ্যতে টেকসই ও অংশগ্রহণমূলক সমাধান বাস্তবায়নের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

উপসংহার: কেশবপুর উপজেলার এই অভিজ্ঞতা দেখায় যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত জলাবদ্ধতা ও সুপেয় পানির সংকট পরিবেশগত সমস্যার গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের নিরাপদ পানির অধিকার, খাদ্য উৎপাদনের অধিকার এবং জীবিকার অধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। হোপ প্রকল্পের সংলাপভিত্তিক, মানবাধিকারকেন্দ্রিক ও উদ্ভাবনী পরোক্ষ হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে যে, সরাসরি আর্থিক সহায়তা ছাড়াও পরিকল্পিত সংলাপ, যৌথ পদক্ষেপ এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা ও মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় বাস্তব ও টেকসই পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই উদ্যোগ জলবায়ু সহনশীল ও মানবাধিকারভিত্তিক উন্নয়নের একটি কার্যকর ও অনুকরণযোগ্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রস্তুতকারী:

খালিদ হাসান
এলাকা সমন্বয়কারী
হোপ প্রকল্প (রিইব)
যশোর।